

রামিজ নীতির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য



সর্বজীবে দয়া প্রদর্শন:

রামিজ নীতির ১নং বৈশিষ্ট্যে প্রসঙ্গগত উল্লেখিত হয়েছে যে, স্রষ্টা- সর্বজীবে, সর্বভূতে, সর্বময়, সর্বসময় বিরাজমান আছে। বিভিন্ন দৃষ্টান্ত ও যুক্তি সহকারে রামিজ নীতির এই বৈশিষ্ট্যকে গ্রহণযোগ্য করা হয়েছে।

তাই, সর্বজীবের মধ্যেই স্রষ্টার অবস্থানকে খুজে বের করতে হবে। জীব বা প্রাণী এবং মানবের সকলের আত্মাই এক আত্মা (পরম আত্মা) হতে সৃষ্টি।

মূলতঃ সকল আত্মাই (সর্বজীবের আত্মা) মানব আত্মা। মানবগণ পৃথিবীতে বসবাস করার সময় পূর্ব কর্ম ফেরে (জন্মাত্রবাদ অনুসারে) এবং ষড়রিপু ও ইন্দ্রিয়দির তাড়নায় জ্ঞান ও বিবেককে যথাযথ কাজে না লাগিয়ে বিবেক বর্জিত যথেচ্ছাচারভাবে কাজে লাগিয়েছে। বিকৃত জ্ঞানকে পাশবিক ও অমানবিক কাজে ব্যবহার করার ফলশ্রুতিতে মানুষ হয়ে যে সমস্ত পশুর ন্যায় আচরণ করেছে ত্রি সমস্ত পশুর আকার ধারণ করতঃ পুনঃ জন্ম নিয়েছে।

সুতরাং, আপাততঃ আমরা আমাদের চারদিকে বিভিন্ন পশু বা অন্যান্য জীব দ্বারা বেষ্টিত অবস্থায় দেখছি।

বর্তমান যুগে বা সময়ে অধিকাংশ মানুষ চলনে, বলনে, আচরণে, কর্মে মানুষ হয়েও অমানুষের কর্মে লিপ্ত। মানুষ মানুষকে ঠকাচ্ছে, মানুষ মানুষকে তুচ্ছ কারণে খুন করছে। এক মানুষের প্রাপ্য অন্য মানুষে কেড়ে নিচ্ছে। চুরি ডাকাতি, রাহাজানি, লুঠন, হাইজ্যাক, ধর্ষণ, বিভিন্ন অফিস ও সংস্থায় কর্মচারী হতে কর্মকর্তা পর্যন্ত ঘৃষ নেয়া ও দেয়া



দৈনন্দিন নীতি রেওয়াজ হয়ে গেছে। যারা এ সমস্ত অপকর্মে লিপ্ত তারা কারা ? তারাও মানুষ। তাদের বাইরের চেহারা মানুষের। কিন্তু তাদের ভিতরে আরেকটি চেহারা বিদ্যমান আছে। আর সেটি হচ্ছে পশ্চর চেহারা। তাদের আত্মাগুলো ভিতরগতভাবে পশ্চ আত্মায় রূপ নিয়েছে। পরজন্মে তারা এই পশ্চর স্বভাব নিয়ে পশ্চতে জন্মধারণ করবে।

সুতরাং, বর্তমানে আমরা যত পশ্চ বা অন্যান্য জীব দেখছি সবই পশ্চ আকারের মানব। তাদের স্বভাবকে আমরা অপছন্দ করি কিন্তু তাদের পরমাত্মাকে ভালবাসি। তাই, মানবকে যেমন আমরা ভালবাসি এবং মানবের প্রতি যেমন মানব সুলভ আচরণ করি, তদ্রূপ আপাতঃ দৃষ্টিতে পশ্চ আকারের মানবগুলোকেও প্রকৃত মানবের মতই ভালবাসা ও ভাল আচরণ করা উচিত। মানবের আত্মা ও পশ্চদের আত্মা একই পরম আত্মার জাত। সুতরাং, রমিজের নীতি অনুযায়ী আমাদের সর্বজীবে দয়া করতে হবে। সর্বজীবকে দয়া করা হলে মানবকেই দয়া করা হলো।

মানবের ক্ষাল্বে (হৃদয়ে) যদি স্রষ্টার বাসস্থান হয়ে থাকে তবে সর্বজীবের ক্ষাল্বে (হৃদয়ে) একই স্রষ্টার বাসস্থান আছে। কাজেই, সর্ব জীবকে ভালবাসলে স্রষ্টাকেই ভালবাসা হলো।

আমাদের আশে পাশে অনেক দরিদ্র, অনেক ভিক্ষুক, অতি নিকটের আপন দরিদ্র, অনেক প্রাণী, অনেক জীব অর্ধাহার অনাহারে দিন কাটাচ্ছে। তাদের ক্ষাল্বে (হৃদয়ে) স্রষ্টাইতো বাস করছেন। তাদেরকে আশ্রয় দান, অল্প দান, খাদ্য দান চিকিৎসা দান ইত্যাদি সেবা দান করা হলে স্রষ্টাকেইতো করা হলো। যারা আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী (মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী যাই হোক), ইসলাম ধর্ম মতে আমাদের সাধ্য থাকলে সর্ব প্রথম তাদেরকেই সাহায্য সহায়তা করা শ্রেয়।

হাদীসেও উত্তরূপ দয়া প্রদর্শনের কথা উল্লেখ আছে। বর্ণিত আছে যে-
 “আল-খালকু ইইয়ালুল্লাহি ফা আহাববুল খালকি ইলাল্লাহি মান আহসানা
 ইলাইইয়ালিহি”



অর্থ: “সকল সৃষ্টিই আল্লাহর আপনজন। অতএব, তিনিই আল্লাহর নিকট
সর্বাপেক্ষা প্রিয় যিনি তাঁর পরিজনের প্রতি অনুগ্রহ করেন”

অর্থ: যে ব্যক্তি আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি দয়া করেন, আল্লাহও তাঁহার প্রতি দয়া
করেন।

ইসলাম ধর্ম শিক্ষা ১৯৯৬ নবম-দশম শ্রেণী। হাদীস নং-০৬।
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন:

“বহুপে ছাড়ি কোথা খুজেছ ঈশ্বর
জীবে প্রেম করে যেইজন,
সেইজন সেবিছে ঈশ্বর”

ইহারও মূল অর্থ হচ্ছে যে, স্রষ্টার সৃষ্টি সর্বজীবকে ভালবাসলে বা সেবা
করলেই স্রষ্টাকে সেবা করা হয়।

স্রষ্টাকে সেবা করা বা ভালবাসার নিমিত্তে মানব এবং সর্বজীবকে সেবা
ও ভালবাসার কথা মহাগুরু রামিজ নিম্নলিখিত রূপে তাঁর ভাষায় তিনি
নিজেই বলেন-

- “মানবকে ভালোবাস হন্দয়ে রাখি ভক্তি
মানবেতে আছেন প্রভু তারে জানাও স্তুতি”
উপদেশ-০৯ (অলৌকিক সুধা)
- “যাহার হস্তে কি মুখের বাক্যে জীবে না পায় কষ্ট,
তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী সর্বজীবে রাষ্ট্র”
উপদেশ-১৫ (অলৌকিক সুধা)
- “প্রতিবেশীর প্রতি কর ভাল ব্যবহার
বিপদে সম্পদে তাদের করিও উদ্ধার”
উপদেশ-০১ (স্বর্গের সুধা)
- “কর্মফল বিশ্বারো যদি হয় সত্য
জীবে দয়া না থাকিলে কেহ নয় মুক্ত”
উপদেশ-৩৭ (অলৌকিক সুধা)



পরিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছে-

“ফা আইনামাতুয়াল্লু ফাসাম্মা ওয়াজহল্লা”

সুরা বাকারা : আয়াত-১১৫

অর্থ: “তোমরা যে দিকে মুখ ফিরাইবে সে দিকেই আল্লাহর চেহারা
দেখতে পাবে”

বিশেষণ: আমরা যে দিকেই তাকাই সেখানেই আল্লাহর সকল সৃষ্টি
যথা মাটি, পানি, আলো, বাতাস, তরঙ্গতা, বৃক্ষরাজি, পাহাড়-পর্বত,
সাগর-মহাসাগর, আকাশ, প্রাণী, মানুষ, বহুরূপী জীব ইত্যাদি।

আল্লাহ উপরোক্ত সর্বভূতে ও সর্বজীবে বিরাজমান আছেন। সুতরাং,
সর্ব সৃষ্টি ও সর্বজীবকে সেবা করলে বা ভালোবাসলে আল্লাহ বা স্রষ্টাকে
ভালোবাসা হলো।

তাই, রমিজের উপরোক্ত উপদেশাবলীর মর্মানুযায়ী সর্বজীবকে
ভালোবাসলে স্রষ্টাকেই ভালোবাসা ও সেবা করা হলো।

